দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 NOV 1987

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

বয়স বনাম শিক্ষা

এরিস্টটল বলেছেন—'জ্ঞান আর কিছুই নয় কেবল অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা'। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে বয়সের প্রয়োজন। মানুষের বয়স যত বৃদ্ধি পায়, তার জ্ঞানের প্রসার জ্যামিতিক হারে না হলেও গাণিতিক হারে যে বৃদ্ধি পায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ সেই বয়স আমাদের সামনে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন চলার পথে, জীবন গঠনে সে বয়স যুবকদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

বয়স বেশী হলে মেয়েদের আর বিয়ে হতে চায় না। বরপক্ষ বেশী বয়সী কনে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। নারী কুড়িতেই বুড়ি আর কুড়িতে পুরুষ হয় যুবক। পুরুষের কপালের বলিরেখা চিহ্নত হয় গৌরব বলে, অভিজ্ঞতা বলে। আর নারীর অবয়বে বলিরেখা চিহ্নিত হয় বার্ধক্য, জরার। বয়স বাড়লে মেয়েরা তাই ফুরিয়ে যায়, পুরুষের প্রয়োজন বাড়ে। অথচ এই বয়স বৃদ্ধিই পুরুষের জীবনে দেয়াল হয়ে দেখা দেয় যখন চাকরির জন্য প্রার্থী হতে হয়।

আমাদের দেশের নিয়োগবিধি এমনভাবে করা হয়েছে যে, বয়স নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করলে চাকরি তো দূরের কথা, আবেদন করারই যোগ্যতা থাকে না। আবার কম হলেও চলবে না, হতে হবে নিয়মানুযায়ী কখনো ১৮ থেকে ২৪ বছর, কখনো ২১ থেকে ২৭ বছর। তবে ২৭ বছরের বেশী হলে তার আর সরকারী চাকরি করার যোগ্যতা থাকবে না। কিন্তু কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি, কেন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যার বয়স বৃদ্ধির জন্য নাকানি-চুবানি খাচ্ছেন? কেন দরিদ্র পিতার সন্তান অনেক কষ্ট স্বীকার করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও বয়স বৃদ্ধির জন্য সরকারী চাকরি করতে পারছেন না? না, সে কথা ভাবার বা জানার প্রয়োজন আমাদের কারো নেই।

চাকরি প্রার্থীর ক্ষেত্রে আরো একটি সমস্যা তা হলো অভিজ্ঞতা। কেবল মাত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত প্রায়ই দেখা যায় ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। অথচ বয়স উল্লেখ থাকে সর্বোচ্চ ২৭ বছর। বিজ্ঞাপনদাতাদের নিশ্চয়ই খেয়াল করা উচিৎ যে, বাংলাদেশে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করতে একজন শিক্ষার্থীর বর্তমানে কত বছর সময় লাগে? কম পক্ষে ২২ বছর। তার উপর যদি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় ৫ বছরের, তাহলে কি করে একজন প্রার্থীর বয়স ২৭ বছরের মধ্যে সংকুলান হতে পারে।

স্বাধীনতার পর থেকেহ বয়স সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কারণ শিক্ষাবর্ষ এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে কোন রকমই আর যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। শিক্ষাবর্ষ এখন সর্বত্রই পিছিয়ে পড়েছে তিন থেকে চার বছর। একজন শিক্ষার্থী স্বভাবতই ২০/২১ বছর বয়সে বিএ পাস এবং ২২/২৩ বছর বয়সে এমএ পাস করে থাকেন। সেই সাথে যদি চার বছর যোগ করতে হয় তাহলে বয়স গিয়ে দাঁড়ায় বিএ পাসের বেলায় ২৪/২৫ বছর, এমএ পাসের বেলায় ২৬/২৭ বছর। এর উপর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হলে ২৭ বছর বয়স সংকুলান হয় কি করে? যেখানে নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রম করে যায় একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে সেখানে অভিজ্ঞতার প্রশ্ন অবান্তর নয় কি?

সরকারের আর্থিক সংকটের দরুন বিগত তিন বছর ধরে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক সালেও উক্ত ঘোষণা বলবৎ রয়েছে। তাই অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা তাদের সন্তানদের বয়স কি ২৭ বছরে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে? আর তা না হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণ করিয়েছেন কি বেকার থাকার জন্য না-কি সন্তানেরা চাকরির মাধ্যমে উপার্জন করে অভিভাবকদের বৃদ্ধ বয়সে একটু স্বস্থি দেবেন তার জন্য?

চাকরির ক্ষেত্রে আবার বয়স ভাগ করা হয়েছে এভাবে— মুক্তি যোদ্ধা ৩২ বছর, মহিলা ৩০ বছর, অন্যান্যদের জন্য ২৭ বছর। অথচ হিসাব করে দেখলে বুঝা যায় যে, একজন মহিলা ও একজন পুরুষ একই সাথে পাস করে থাকেন। কিন্তু চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে ভদ্রমহিলাগণ তিন বছর বেশী সময় পেয়ে থাকেন। সেই সাথে আবার তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে কোটা। মহিলা ৩০ ভাগ, মুক্তিযোদ্ধা ৩০ ভাগ, বাকী শতকরা ৪০ ভাগ অন্যান্য সকলের জন্য।

এসব সমস্যার আশু সমাধানকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে শিক্ষার্থীর জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে না যায়। তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে সেশন জট বিদূরিত করতে হবে। চাকরিতে নিয়োগের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩০ বছর করতে হবে। সরকারী চাকরিরত প্রার্থীদের বয়সসীমা শিথিল করতে হবে। তাহলে হয়ত বয়স ও শিক্ষা সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে।

—মোঃ আব্দুর রব।